বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

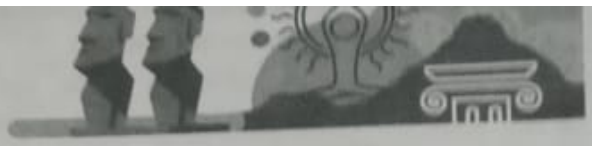

প্রশ্ন 1 আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে নয়া উদারনীতিবাদের ধারণাটি আলোচনা করো।

উত্তর

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে নয়া উদারনীতিবাদ

4th sem = Mod I

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে নয়া উদারনীতিবাদের উদ্ভব উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার ঠিক কোন্ সময়ে ঘটে, তা স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে চার্লস কেজলি মনে করেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উড্রো উইলসন তাঁর 14 দফা নীতির আলোচনার মধ্য দিয়ে যে আদর্শবাদের বিভার ঘটিয়েছিলেন তারই মধ্যে নয়া উদারনীতিবাদের আবির্ভাব ঘটে। এ ছাড়া 'কার্যবাদ' সম্পর্কে আর্নেস্ট হাসের তত্ত্ব এবং রবার্ট কোহেন ও জোশেফ নাইয়ের 'নির্ভরশীলতার তত্ত্ব' থেকে যে বিষয়গুলি প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যেও নয়া উদারনীতিবাদের চিন্তাধারা নিহিত রয়েছে।

আর্নেস্ট হাস (Ernest Hass) দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে কল্যাণসাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির মতামত বা অন্যান্য আরও মতামত একটি অধি-জাতীয় কর্তৃত্ব গঠনের ব্যাপারে প্রগতিমূলক চিন্তাধারার দিকে অগ্রসর হবে। হাসের এই চিন্তাধারার মধ্যে নয়া উদারনীতিবাদের ধারাটি উৎসারিত হয়। নয়া উদারনীতিবাদের চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 1991 খ্রিস্টাব্দে পূর্বতন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন এবং বিশ্বায়নের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

নয়া উদারনীতিবাদের মূল সূত্রসমূহ

নয়া উদারনীতিবাদের তিনটি সূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রগুলি হল—

[1] **দাবি সংক্রান্ত বিষয়:** সাম্প্রতিক কালে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোনো দেশের মানুষ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সচেষ্ট। অর্থাৎ, বিশ্বায়ন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণির গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষ তাদের দাবিপূরণ তথা চাহিদা পূরণের ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মেটাতে চাইছে।

[2] **পছন্দ নির্ধারণ:** রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট সীমানার মধ্য থেকেই সকল জনগোষ্ঠীর দাবিপূরণের কাজ করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রই জনগণের সকলপ্রকার 'পছন্দ' নির্ধারণ করে দেয়। এইসব 'পছন্দ'-কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরে প্রয়োজন মেটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আরও গতিসম্পন্ন হয়েছে।

[3] **রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণ:** নয়া উদারনীতিবাদের ধারণা অনুসারে, রাষ্ট্রের পছন্দের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যে পারস্পরিক নির্ভরতার নীতি গড়ে ওঠে, তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আবার রাষ্ট্রীয় আচরণকে গড়ে তোলে। অতএব রাষ্ট্রীয় পছন্দ ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক আচরণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নীতি বিষয়ক নির্ভরশীলতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

নয়া উদারনীতিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য

নয়া উদারনীতিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **গণতন্ত্রের বিকাশ:** নয়া উদারনীতিবাদ গণতন্ত্রের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়।

[2] আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার: নয়া উদারনীতিবাদ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়।

[3] অর্থনীতির বিকাশ: নয়া উদারনীতিবাদের ধারণায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির বিকাশসাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

[4] গুরুত্বহীন ভৌগোলিক সীমানা: নয়া উদারনীতিবাদ মনে করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাও আপাত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

[5] নিরস্ত্রীকরণ: নয়া উদারনীতিবাদ নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে।

[6] বিরোধ মীমাংসা: নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আইনকে কাজে লাগানোর পক্ষপাতী।

[7] সংগঠনের পুনরুজ্জীবন: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব সংগঠন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, নয়া উদারনীতিবাদ সেগুলির পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছে।

[8] কূটনৈতিক গুরুত্ব: নয়া উদারনীতিবাদ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এবং বহু রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

[9] নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব: নয়া উদারনীতিবাদ মনে করে যে, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

[10] অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তি: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুল্কের হার কমিয়ে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটালে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন ও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে।

[11] ভারসাম্য বজায়: নয়া উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করে না। অর্থনৈতিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে পশ্চাদ্‌পসরণ (rolling back the state) করালেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার: ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু বলে মনে করে। তা ছাড়া, নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে 'রাজনৈতিক-অর্থনীতি' (Political Economy)-র ওপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

প্রশ্ন 2 বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের তত্ত্বটি আলোচনা করো।
অথবা, বিশ্বব্যবস্থা বিষয়ক তত্ত্বটি কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তা আলোচনা করো।

উত্তর

বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের তত্ত্ব

ব্যবস্থা বলতে এমন কতকগুলি অংশের সমন্বয়কে বোঝায়, যারা নিজেদের [illegible] নির্ভরশীল (interdependence) এবং যার প্রত্যেকটির একটি করে সীমা আছে। তা ছাড়া, ব্যব [illegible] উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্বটি বিশেষভাবে [illegible] ওয়ালারস্টাইনের আলোচনায়। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ হল [illegible] আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা বলতে বুঝিয়েছেন সেই ব্য [illegible] একটিমাত্র শ্রমবিভাগ ও বহু সাংস্কৃতিক ব্য [illegible] সাম্রাজ্য এবং [2] বিশ্ব অর্থনীতিসমূহ [illegible] অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদয় হয় [illegible] অর্থনীতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশ্বব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

[1] **বহু এককের সমন্বিত রূপ:** বিশ্বব্যবস্থায় 'বিশ্ব' বলতে সমগ্র বিশ্বকে না বুঝিয়ে একটি কাঠামোগত সমগ্রকে বোঝানো হয়েছে; যা একটিমাত্র একক হিসেবে আলোচিত। অর্থাৎ বিশ্বকে বহু এককের একটি সমন্বিত রূপ হিসেবে দেখা হয়নি। বরং বিশ্বকে কোনো একটি আইন অনুমোদিত এককের তুলনায় একটি চূড়ান্ত বা বড়ো একক হিসেবে দেখা হয়েছে।

[2] **আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা:** ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে লক্ষ করেই বিশ্বব্যবস্থাকে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[3] **অর্থনৈতিক নীতি:** বিশ্বব্যবস্থা কতকগুলি কার্যকারণ সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ হলেও তা কতকগুলি অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কার্যকারণ নীতির মধ্যে নিহিত বিষয় হল, শ্রম বিভাগজনিত নীতি এবং এর ভৌগোলিক পরিসর।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তার

সমগ্র বিশ্বে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তার এবং শ্রেণি ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও শ্রেণিসংগ্রামের কারণেই সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছে অসম উন্নয়ন। পুঁজির সঞ্চয়ন, শ্রম এবং উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য নির্মাণে যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টির প্রবণতাও নিহিত ছিল। এর ফলে যে পুঁজিপতি শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমানার দ্বারা সীমাবদ্ধ রইল না; তারা ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে। এর ফলে সমগ্র বিশ্ব তিন ধারায় বিভাজিত হয়ে পড়ে, যথা—

[1] **মূল (core) ধারা:** যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় মুনাফার ঊর্ধ্বহার, বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমের একচেটিয়াকরণ, উচ্চ মজুরির হার প্রভৃতি।

[2] **প্রত্যন্ত (periphery) ধারা:** যেখানে কৃষি ও খনিজ বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়।

[3] **আধা প্রত্যন্ত (semi periphery) ধারা:** যা 'মূল' ও 'প্রত্যন্ত' ধারার মাঝামাঝি অবস্থিত।

এই তিনটি ধারার মধ্যে 'মূল' ও 'প্রত্যন্ত' ধারা দুটির অর্থনৈতিক সম্পর্ক হওয়ার কারণে বিশ্বব্যবস্থায় আলোচ্য 'বিশ্ব অর্থনীতি' কেন্দ্রিক হিসেবে গড়ে ওঠে। ওয়ালারস্টাইন দেখিয়েছেন যে, উন্নত অঞ্চলগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিকতার যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় তার ফলেই বিশ্বব্যাপী পুঁজিতান্ত্রিকতার বিস্তার ঘটে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঠান্ডা লড়াইয়ের সমসাময়িক কালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ওয়ালারস্টাইন দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল 'আধা প্রত্যন্ত' (semi periphery) ধারার অন্তর্গত একটি দেশ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

সমালোচনা

ওয়ালারস্টাইনের বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে—

[1] **নীরব তত্ত্ব:** বিশ্বব্যবস্থার আলোচনায় উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও কারিগরী উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথচ অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত বিষয়সমূহের আলোচনায় এই তত্ত্ব নীরব থেকেছে।

[2] **সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব:** ওয়ালারস্টাইন অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে যে সমগ্র বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, তার মধ্যে 'মূল' ধারা, 'প্রত্যন্ত' ধারাকে শোষণ করে এবং নিজের উন্নয়নের কাজে ওই শোষণ থেকে পাওয়া সম্পদকে কাজে লাগায়। কিন্তু 'মূল' ধারার রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও যে অসম প্রতিযোগিতা বিরাজ করছে তার দ্বারা দেখা দেয় নতুন নতুন চাহিদা ও সমস্যা। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ আরও বিস্তার লাভ করে।

পড়ে।

[5] **নিরস্ত্রীকরণ:** নয়া উদারনীতিবাদ নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে।

[6] **বিরোধ মীমাংসা:** নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আইনকে কাজে লাগানোর পক্ষপাতী।

[7] **সংগঠনের পুনরুজ্জীবন:** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব সংগঠন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, নয়া উদারনীতিবাদ সেগুলির পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছে।

[8] **কূটনৈতিক গুরুত্ব:** নয়া উদারনীতিবাদ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এবং বহু রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

[9] **নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব:** নয়া উদারনীতিবাদ মনে করে যে, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

[10] **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তি:** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুল্কের হার কমিয়ে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন ও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে।

[11] **ভারসাম্য বজায়:** নয়া উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করে না। অর্থনৈতিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে পশ্চাদপসরণ (rolling back the state) করানো, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার: ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু বলে গণ্য করে। তা ছাড়া, নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে 'রাজনৈতিক-অর্থনীতি' (Political Economy)-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

2 **বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের তত্ত্বটি আলোচনা করো।**
অথবা, বিশ্বব্যবস্থা বিষয়ক তত্ত্বটি কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তা আলোচনা করো।

বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের তত্ত্ব

ব্যবস্থা বলতে এমন কতকগুলি অংশের সমন্বয়কে বোঝায়, যারা নিজেদের মধ্যে নির্ভরশীল (interdependence) এবং যার প্রত্যেকটির একটি করে সীমা আছে। তা ছাড়া, ব্যবস্থা পরিবেশ থেকে আলাদা উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্বটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের আলোচনায়। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ হল 'The Modern World System'। ওয়ালারস্টাইন আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা বলতে বুঝিয়েছেন সেই ব্যবস্থাকে যেখানে একটি এককের অস্তিত্ব আছে এবং যাতে একটিমাত্র শ্রমবিভাগ ও বহু সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর মতে, বিশ্বব্যবস্থা দুটি, যথা—[1] বিশ্ব সাম্রাজ্য এবং [2] বিশ্ব অর্থনীতিসমূহ। বিশ্ব সাম্রাজ্য ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর মতে, বিশ্বব্যবস্থা দুটি, যথা—[1] বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদয় হয়। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমগ্র বিশ্বে বিশ্ব অর্থনীতি ছড়িয়ে পড়ে।